বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

গ্রাহক সেবা নির্দেশিকা

বিভাগ / ই.এস.ইউ. -এর নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

টেলিফোন নম্বরসমূহ ঃ

- দপ্তর প্রধান ঃ ....
- অভিযোগ কেন্দ্র ঃ ....
- গ্রাহক সেবা কেন্দ্র ঃ ....
- ফ্যাক্স নম্বর ঃ ....
- ই-মেইল ঃ ....
- ওয়েব সাইট ঃ www.bpdb.gov.bd

বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন

অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)

বিদ্যুতের উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের গুরু দায়িত্ব নিয়ে এক সমন্বিত শক্তিরুপে ১৯৭২ সালের ১ মে কার্যক্রম শুরু করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড। তৎকালীন ওয়াটার এন্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ওয়াপদা) বিভক্ত হয়ে রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে (ধারা ৫৯) এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়।

গত চার দশকেরও অধিক সময় ধরে বাংলাদেশের জনগণের সেবায় নিয়োজিত এই প্রতিষ্ঠানটির নেতৃত্বে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৭২ সালের মাত্র ২০০ মেগাওয়াট থেকে আজকে বার হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। একই সাথে প্রতিষ্ঠানটি যুক্ত করেছে বহুমুখী গ্রাহক সেবা। বর্তমান সময় পর্যন্ত বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩২ লাখে। বিকাশের ক্রমপর্যায়ে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ এবং দায়-দায়িত্বের সংযোজন-বিয়োজনের ধারায় বিউবোর বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার কিয়দংশ কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান যেমন REB, DPDC, DESCO, PGCB, APSCL, WZPDCL, EGCB, NWPGCL, RPCL- এর নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিউবো বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১০ অনুযায়ী ২০২১ সালে দেশের সর্বমোট সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হবে ২৪,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালে সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৪০,০০০ মেগাওয়াট।

বিপিডিবি'র বর্তমান কার্যক্রম

- একক ক্রেতা হিসাবে বিদ্যুতের ক্রয় ও বিক্রয়।
  - সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়;
  - বিতরণ সংস্থার কাছে বিদ্যুৎ বিক্রয়;
  - স্বল্প ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রণয়ন;
  - উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনার পাশাপাশি নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের বাস্তবায়ন;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন।
- REB, DPDC, DESCO, WZPDCL এর এলাকা ব্যতীত দেশের অন্যান্য অংশে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা।

গ্রাহক সেবা কেন্দ্র

বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের "গ্রাহক সেবা কেন্দ্র"-এ নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ, বিদ্যুৎ বিভ্রাট/ বিল/ মিটার সংক্রান্ত অভিযোগ, বিল পরিশোধের ব্যবস্থাসহ সকল ধরনের অভিযোগ জানানো যাবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাবে।

নতুন সংযোগ গ্রহণ

- "গ্রাহক সেবা কেন্দ্র" এবং বিউবো'র ওয়েব সাইটে নতুন সংযোগের আবেদনপত্র পাওয়া যাবে।
- অনলাইন পোর্টাল এর প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান শেষে "SUBMIT" করা হলে একটি ট্র্যাকিং নাম্বার পাওয়া যাবে। এই ট্র্যাকিং নাম্বার আবেদনের পরবর্তী কাজে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হবে। সময় সময় এই রেফারেন্স এর আলোকে আবেদনের স্টেটাস ও পরবর্তী করণীয় সর্ম্পকে জানা যাবে। এর ধারাবাহিকতায় ডিমান্ডনোটের টাকা নির্দিষ্ট ব্যাংক/বুথে জমা ও প্রয়োজনীয় করণীয় শেষে সংযোগ প্রদান কাজ সম্পন্ন হবে। যদি সংযোগ প্রদান সম্ভব না হয় তা কাজের ধারাবাহিকতায় কারণসহ জানা যাবে। এক ফেইজ সংযোগের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ডিজিটাল মিটার ক্রয় করে গ্রাহক জমা দেবেন। থ্রী ফেইজ সংযোগের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ

উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট মানের মিটার সরবরাহ করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে কার্ডসহ মিটার ১৫ (পনর) দিনের মধ্যে গ্রাহকের আঙ্গিনায় স্থাপন করা হবে। যদি সংযোগ প্রদান সম্ভবপর না হয় তবে তার কার জানিয়ে গ্রাহককে একটি পত্র দেয়া হবে।

- পরবর্তী মাসের বিলিং সাইকেল অনুযায়ী গ্রাহকের প্রথম মাসের বিল জারী করা হয়।

বিল সংক্রান্ত অভিযোগ

বিল সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ যেমনঃ অতিরিক্ত বিল, চলতি মাসের বিল পাওয়া যায়নি, বকেয়া বিল ইত্যাদির জন্য "গ্রাহক সেবা কেন্দ্র"-এ যোগাযোগ করলে তাৎক্ষণিক সমাধান সম্ভব হলে তা নিষ্পত্তি করা হয়। অন্যথায় একটি নিবন্ধন নম্বর দেয়া হবে এবং পরবর্তী যোগাযোগের সময় জানিয়ে দেয়া হবে। পরবর্তীতে উক্ত নম্বর উল্লেখপূর্বক যোগাযোগ করলে অভিযোগ নিষ্পত্তির সর্বশেষ অবস্থা জানা যাবে।

বিল পরিশোধ

- "গ্রাহক সেবা কেন্দ্র" সংলগ্ন ব্যাংক বুথ/ নির্ধারিত ব্যাংক-এ গ্রাহক তাঁর বিল পরিশোধ করতে পারবেন।
- প্রি-পেমেন্ট মিটারিং এর আওতাভুক্ত এলাকায় ভেন্ডিং সেন্টারে গিয়ে Card/ Charge/ টোকেনসহ Slip সংগ্রহের মাধ্যমে আগাম বিল পরিশোধ (Recharge) করা যাবে।
- ইলেকট্রনিক বিল পে Point of Sale (POS) এর মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ

বিদ্যুৎ সরবরাহ ইউনিটের নির্দিষ্ট অভিযোগ কেন্দ্র অথবা "গ্রাহক সেবা কেন্দ্র"-এ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ জানানো হলে গ্রাহককে একটি অভিযোগ নম্বর জানিয়ে দেয়া হয়। অভিযোগ নম্বরের ক্রমানুসারে গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণ অপসারণপূর্বক বিদ্যুতের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়।

নতুন সংযোগের জন্য দলিলাদি

নতুন সংযোগের জন্য আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত দলিলাদি দাখিল করতে হবে ঃ

- সংযোগ গ্রহণকারীর পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি সত্যায়িত ছবি।
- জমির মালিকানা দলিলের সত্যায়িত কপি।
- সিটি কর্পোরেশন/ নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ পৌরসভা/ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাড়ীর অনুমোদিত নক্সার সত্যায়িত কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নামজারীসহ হোল্ডিং নম্বর-এর সত্যায়িত কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- লোড চাহিদার পরিমাণ (বিবরণসহ)।
- জমি/ ভবনের ভাড়ার (যদি প্রযোজ্য হয়) চুক্তি পত্র।
- ভাড়ার ক্ষেত্রে মালিকের সম্মতি পত্র।
- পূর্বের কোন সংযোগ থাকলে ঐ সংযোগের বিবরণ ও সর্বশেষ পরিশোধিত বিলের কপি।
- অস্থায়ী সংযোগের ক্ষেত্রে বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- বৈধ লাইসেন্সধারী কর্তৃক প্রদত্ত ইন্সটলেশন টেস্ট সার্টিফিকেট।
- ট্রেড লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- সংযোগ স্থানের নির্দেশক নকশা।
- শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- পাওয়ার ফ্যাক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্লান্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) / স্ট্যাটিক ক্যাপাসিটর (অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) স্থাপন।
- সার্ভিস লাইন এর দৈর্ঘ্য ১০০ ফুটের বেশী হবে না। ১০০ ফুটের বেশি দূরত্বে লাইন সম্প্রসারণের জন্য Deposit (জমাভিত্তিক) ওয়ার্ক এর অতিরিক্ত টাকা জমা করতে হবে।

বহুতল আবাসিক/ বাণিজ্যিক ভবন নির্মাতা ও মালিকের সাথে ফ্ল্যাট মালিকের চুক্তিনামার/ সমিতির স্মারকপত্রের কপি।

- সোলার প্যানেল স্থাপনের সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৫০ কিঃ ওঃ এর উর্ধ্বে সংযোগের জন্য গ্রাহককে আরও যে দলিলাদি দাখিল করতে হবেঃ

- সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা অথবা সংশ্লিষ্ট হাউজিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বাড়ীর নক্সায় (সত্যায়িত কপি) উপকেন্দ্রের লে-আউট প্ল্যান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম।
- মিটারিং কক্ষ প্রদানের অঙ্গীকারনামা। মিটারিং কক্ষের ড্রয়িং অবশ্যই বিউবোর অনুমোদিত ড্রয়িং যা সংশ্লিষ্ট এনার্জি অডিটিং ডিভিশন কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে।
- উপকেন্দ্রে স্থাপিত সব যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন ও টেস্ট রেজাল্ট এবং বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর থেকে প্রদত্ত উপকেন্দ্র সংক্রান্ত ছাড়পত্র।

শিল্প-কারখানা ও বহুতল ভবনে সংযোগের জন্য গ্রাহককে আরও যে দলিলাদি দাখিল করতে হবেঃ

- পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর ছাড়পত্রের কপি।

সোলার প্যানেল স্থাপন

- ২ কিলোওয়াট এর অধিক লোড সম্পন্ন আবাসিক গ্রাহকগণকে মোট চাহিদার ৩% লোডের জন্য সোলার প্যানেল বসানোর অনুরোধ জানানো হবে।
- শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত লোড বরাদ্দ প্রাপ্ত গ্রাহকদের শুধুমাত্র লাইট ও ফ্যান লোডের ৭%, ৫০ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে লোড বরাদ্দ প্রাপ্ত গ্রাহকদের লাইট ও ফ্যান লোডের ১০% এবং পোষাক শিল্পের জন্য লাইট ও ফ্যান লোডের ৫% এর জন্য সোলার প্যানেল বসানোর অনুরোধ জানানো হবে।
- বিদ্যমান গ্রাহকগণ যারা বরাদ্দকৃত লোড বৃদ্ধি করতে চান তাদেরকেও সমুদয় লাইট ও ফ্যান লোডের উপর উল্লিখিত হার অনুযায়ী সোলার প্যানেল বসানোর অনুরোধ জানানো হবে।

নির্ধারিত পরিমাণ সোলার স্থাপনের শর্তে এয়ারকুলারের লোড বরাদ্দ ঃ

- এয়ারকুলারের লোড বরাদ্দের অনুমতি সংস্থা প্রধান প্রদান করবেন।
- এয়ারকুলারের জন্য লোড বরাদ্দের বিষয়ে বিতরণ ব্যবস্থার কারিগরি সক্ষমতা যাচাই করতে হবে। আবাসিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ০২ কিলোওয়াট (২০০০ ওয়াট) এর অধিক লোড বরাদ্দ প্রাপ্ত গ্রাহকগণকে মোট চাহিদার ৩% লোডের জন্য সোলার প্যানেল বসাতে হবে।
- শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত লোড বরাদ্দ প্রাপ্ত গ্রাহকদের শুধুমাত্র লাইট ও ফ্যান লোডের ৭%, ৫০ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে লোড বরাদ্দপ্রাপ্ত গ্রাহকদের লাইট ও ফ্যান লোডের ১০% এবং পোষাক শিল্পের জন্য লাইট ও ফ্যান লোডের ৫% লোডের জন্য সোলার প্যানেল বসাতে হবে।

নতুন সংযোগের জন্য আবেদন ফি

- সিংগেল ফেইজ (২-তার) ২৩০ ভোল্ট সংযোগের জন্য ১৫.০০ টাকা।
- থ্রী ফেইজ (৪-তার) ৪০০ ভোল্ট সংযোগের জন্য ১৫.০০ টাকা।
- থ্রী ফেইজ (৩-তার) ১১০০০ ভোল্ট সংযোগের জন্য ২৫০.০০ টাকা।
- অস্থায়ী (২-তার) ২৩০/(৪-তার) ৪০০ ভোল্ট সংযোগের জন্য ২৫০.০০ টাকা।
- ৩৩,০০০ ভোল্ট/১,৩২,০০০ ভোল্টের নতুন সংযোগের জন্য ৫০০.০০ টাকা।

নতুন সংযোগের জন্য জামানতের পরিমাণ

- সিংগেল ফেইজ (২-তার) ২৩০ ভোল্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোওয়াট লোডের জন্য ৩৭৫.০০ টাকা।
- থ্রি ফেইজ (৪-তার) ৪০০ ভোল্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোওয়াট লোডের জন্য ৫৫০.০০ টাকা।
- থ্রি ফেইজ (৪-তার) ৪০০ ভোল্ট সেচ, অনাবাসিক, ক্ষুদ্রশিল্প সংযোগের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোওয়াট লোডের জন্য ৬০০.০০ টাকা।

  থ্রি ফেইজ (৩-তার) ১১০০০ ভোল্ট ও তদুর্দ্ধ ভোল্টেজের সংযোগের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোওয়াট লোডের জন্য ৬০০.০০ টাকা।

অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ

সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং নির্মাণ কাজের নিমিত্ত স্বল্পকালীন সময়ের জন্য গ্রাহক বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ২৩০/৪০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য মূল্যহার শ্রেণী 'ই' এর জন্য প্রযোজ্য মূল্যহারকে ২ দ্বারা গুণ করতে হবে। ১১ কেভি ও ৩৩ কেভি বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য মূল্যহার সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য মূল্যহারকে ২ দ্বারা গুণ করতে হবে। ডিমান্ড চার্জ ও সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য শ্রেণীর দ্বিগুণ হবে।

লোড পরিবর্তন

- নতুন সংযোগের ন্যায় আবেদন করতে হবে।
- চুক্তি পরিবর্তন ফি ১৫০.০০ টাকা প্রদান করতে হবে।
- লোড বৃদ্ধির জন্য প্রযোজ্য অনুযায়ী কিলোওয়াট প্রতি বিদ্যমান হারের হিসাবে অতিরিক্ত জামানত প্রদান করতে হবে।
- অতিরিক্ত লোডের জন্য সার্ভিস তার/ মিটার বদলানো/ মিটার রুম ইত্যাদির প্রয়োজন হলে উক্ত ব্যয় গ্রাহককে বহন করতে হবে।

গ্রাহকের নাম পরিবর্তন পদ্ধতি

গ্রাহক ক্রয়সূত্রে/ ওয়ারিশ সূত্রে/ লিজ সূত্রে জায়গা বা প্রতিষ্ঠানের মালিক হলে সকল দলিলের সত্যায়িত ফটোকপি ও সর্বশেষ পরিশোধিত বিলের কপিসহ নির্ধারিত ফি ব্যাংকে জমা করে আবেদন করতে হবে। সরেজমিনে তদন্ত করে নাম পরিবর্তনের জন্য বিদ্যমান হারে জামানত বিল প্রদান করা হবে। গ্রাহক জামানত বাবদ উক্ত বিল নির্ধারিত ব্যাংকের বুথ/শাখা/দপ্তরে পরিশোধ করে তার রসিদ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দিলে নাম পরিবর্তন কার্যকর করা হবে। পূর্ববর্তী গ্রাহকের সাথে পরবর্তী গ্রাহকের সম্পত্তিসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জামানত সমন্বয় হবে।

অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার, মিটারে হস্তক্ষেপ, বাইপাস, বিনা অনুমতিতে সংযোগ গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থা

বিদ্যুৎ আইনে [Electricity Act, 1910 & As Amended "The Electricity (Amendment) অপঃ, ২০০৬"] অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য জেল জরিমানাসহ শাস্তির বিধান রয়েছে।

বিদ্যুতের বিদ্যমান মূল্যহার (শ্রেণী ভিত্তিক)

(সেপ্টেম্বর ২০১৫ হতে প্রযোজ্য)

ক্রমিক নং	গ্রাহক শ্রেণী	প্রতি ইউনিট মূল্য (টাকায়)
০১।	**শ্রেণী-এ ঃ আবাসিক**	
	শ্রেণী-এ-১ ঃ মধ্যমচাপ আবাসিক ব্যবহার (১১ কেভি)	
	লাইফ লাইন ঃ ১ হতে ৫০ ইউনিট	৩.৩৩
	(ক) প্রথম ধাপ ঃ ১ হতে ৭৫ ইউনিট	৩.৮০
	(খ) দ্বিতীয় ধাপ ঃ ৭৬ হতে ২০০ ইউনিট	৫.১৪
	(গ) তৃতীয় ধাপ ঃ ২০১ হতে ৩০০ ইউনিট	৫.৩৬
	(ঘ) চতুর্থ ধাপ ঃ ৩০১ হতে ৪০০ ইউনিট	৫.৬৩
	(ঙ) পঞ্চম ধাপ ঃ ৪০১ হতে ৬০০ ইউনিট	৮.৭০
	(চ) ষষ্ঠ ধাপ ঃ ৬০০ ইউনিট এর উর্ধ্বে	৯.৯৮
০২।	**শ্রেণী-বি ঃ কৃষি কাজে ব্যবহৃত পাম্প**	৩.৮২
০৩।	**শ্রেণী-সি ঃ ক্ষুদ্র শিল্প**	
	(ক) ফ্ল্যাট রেট	৭.৬৬
	(খ) অফ-পিক সময়ে	৬.৯০
	(গ) পিক সময়ে	৯.২৪
০৪।	**শ্রেণী-ডি ঃ অনাবাসিক বাতি ও বিদ্যুৎ**	৫.২২
০৫।	**শ্রেণী-ই ঃ বাণিজ্যিক ও অফিস**	
	(ক) ফ্ল্যাট রেট	৯.৮০
	(খ) অফ-পিক সময়ে	৮.৪৫
	(গ) পিক সময়ে	১১.৯৮
০৬।	**শ্রেণী-এফ ঃ মধ্যমচাপ - সাধারন ব্যবহার (১১ কেভি)**	
	(ক) ফ্ল্যাট রেট	৭.৫৭
	(খ) অফ-পিক সময়ে	৬.৮৮
	(গ) পিক সময়ে	৯.৫৭
০৭।	**শ্রেণী-জি-২ ঃ অতি উচ্চ চাপ - সাধারন ব্যবহার ১৩২ কেভি**	
	(ক) ফ্ল্যাট রেট	৭.৩৫
	(খ) অফ- পিক সময়	৬.৭৪
	(গ) পিক সময় (১৭:০০-২৩:০০)	৯.৪৭
০৮।	**শ্রেণী-জি-৩ ঃ অতি উচ্চ চাপ - সাধারন ব্যবহার ২৩০ কেভি**	
	(ক) ফ্ল্যাট রেট	৭.২৫
	(খ) অফ- পিক সময়	৬.৬৬
	(গ) পিক সময় (১৭:০০-২৩:০০)	৯.৪০
০৯।	**শ্রেণী-এইচঃ উচ্চ চাপ - সাধারন ব্যবহার (৩৩কেভি)**	
	(ক) ফ্ল্যাট রেট	৭.৪৯
	(খ) অফ-পিক সময়ে	৬.৮২
	(গ) পিক সময়ে (১৭:০০-২৩:০০)	৯.৫২
১০।	**শ্রেণী-জেঃ রাস্তার বাতি ও পাম্প**	৭.১৭

* লাইফ লাইন (১-৫০ ইউনিট) মূল্যহারের সুবিধা আবাসিক শ্রেণীর অন্য কোন গ্রাহক পাবেন না।
* পিক সময় ঃ বিকাল ৫ টা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত।
* অফ-পিক সময় ঃ রাত ১১ টা থেকে পরদিন বিকাল ৫ টা পর্যন্ত।

উপরোক্ত বিদ্যুতের মূল্যহারের সাথে ন্যূনতম চার্জ, ডিমান্ড চার্জ, সার্ভিস চার্জ, বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল ও অন্যান্য শর্তাবলীসহ মূল্য সংযোজন কর যথারীতি প্রযোজ্য হবে। বিদ্যুতের মূল্যহার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং পরিবর্তনযোগ্য।